প্রথম আলো

তারিখ: 18 DEC 2017
পৃষ্ঠা: 4 কলাম: 2

আগে এলে আগে ভর্তির সুযোগ

উত্তরা আধুনিক মেডিকেলে মেধা উপেক্ষা

রাজধানী প্রতিবেদক ●

রাজধানীর উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজে মেধা উপেক্ষা করে 'আগে, আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে এমবিবিএস ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করেছে। মেধাতালিকার সামনে থাকা শিক্ষার্থীরা কলেজটিতে ভর্তি হতে পারেননি। ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির শেষ তারিখ আগামী ৭ জানুয়ারি। তড়িঘড়ি করে ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক এম এ রশীদ গতকাল রোববার সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে বলেন, ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের মেধা অনুযায়ী তালিকা প্রকাশ করার কথা। প্রথম তালিকা থেকে আসন পূর্ণ না হলে, দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় তালিকার পর তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তৃতীয় তালিকা প্রকাশের পরও আসন খালি থাকলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কেউ ভর্তির সুযোগ পাবেন।

উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজে এটা মানা হয়নি। তৃতীয় কোনো তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আকরাম হোসেন বলেন, 'গত বছর আমরা মেধাতালিকা অনুযায়ী ডেকেও শিক্ষার্থী পাইনি। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী খুঁজেছিলাম। তাই আমরা এবার এই পদক্ষেপ নিয়েছি। যাতে আমাদের কলেজে আসন ফাঁকা না থাকে।'

গতকাল সকাল ১০টায় ওই কলেজে গিয়ে দেখা যায়, অধ্যক্ষ ও অফিসকক্ষের সামনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়। মাঝেমধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও হট্টগোলের দৃশ্য চোখে পড়ে। দুপুরের কিছু পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জও করে।

এই কলেজে মোট আসন ৯০টি। এর মধ্যে বিভিন্ন কোটায় ১৮টি। সাধারণ কোটায় ৭২টি আসন। ১১ ডিসেম্বর প্রথম দিনে ১৫টি আসনে ভর্তি হয়ে যান শিক্ষার্থীরা। গতকাল বাকি ৫৭ আসনে ভর্তি নেওয়া হয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষ *প্রথম আলো*কে জানায়, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ ৯০০ শিক্ষার্থী ভর্তি ফরম সংগ্রহ করেন। প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশ করে ৭৩ জনকে ডাকা হয় (মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার তালিকায় মেধাতালিকা ৭০৮১ পর্যন্ত)। ১১ ডিসেম্বর ভর্তি হন ১৫ জন। বাকি ৫৭ আসনের জন্য ১৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৭৪ থেকে ৫১৩ নম্বর সিরিয়াল পর্যন্ত ডাকা হয়। সেদিন বিকেল পাঁচটার দিকে নোটিশ বোর্ডে ও সাড়ে পাঁচটায় ওয়েবসাইটে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আগে এলে আগে ভর্তির কথা বলা হয়।

বেলা একটার দিকে কলেজের অফিসকক্ষের সামনে প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের অনেকেই অভিযোগ করেন, এখানে মেধাতালিকা অনুযায়ী কোনো সিরিয়াল নেই। কাউকে সে অনুযায়ী ডাকাও হচ্ছে না। আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে চলছে ভর্তি। কয়েকজন অভিযোগ করেন, যাঁদের আগে থেকে এখানে পরিচিত আছেন বা যোগাযোগ করেছেন, তাঁরাই সুযোগ নিচ্ছেন। একাধিক অভিভাবক বলেন, এখানে জালিয়াতি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে দ্বিতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ ও ১৭ জন শিক্ষার্থীর পে-অর্ডার নিয়ে। তালিকা প্রকাশ হয় ১৪ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায়। অথচ ওই দিনই ১৭ জন শিক্ষার্থী পে-অর্ডারের (১৫ লাখ ৮৬ হাজার) টাকা জমা দেন। ওই ১৭ জন গতকাল সকালেই ভর্তি হন। যে ১৭ জন শিক্ষার্থী গত বৃহস্পতিবার ব্যাংক পে-অর্ডার করে টাকা জমা দিয়েছিলেন তাদের রোল এবং সিরিয়াল নম্বর দেখতে চাইলে ব্যস্ততার জন্য দেখাতে পারবেন না বলে জানান অধ্যক্ষ।

লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকেই। কিন্তু অফিসের লোকজন লাইনের মাঝ থেকে কাউকে কাউকে নিয়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কে আগে এসেছেন, কীভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে, জানতে চাইলে অধ্যক্ষ কোনো উত্তর দেননি।

ভর্তির টোকেন নিয়ে ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাহসান আহমেদ। তাঁর সিরিয়াল ৩৪০। তিনি বলেন, 'আমি বৃহস্পতিবার নোটিশ দেখে গেছি। আজ সকালে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে ভর্তির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি।' যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে পাস শেখ কল্লোল এখানে ভর্তির জন্য এসেছিলেন। তাঁর এখানকার সিরিয়াল ৩১২। ভর্তির টোকেন নম্বর ৩৫। তিনি বলেন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলেজের ওয়েবসাইট খুঁজে তিনি কিছু পাননি। আগে এলে আগে পাবেন, সে রকমও কিছু ছিল না।

৯০০ জনের মধ্যে ১৬৭ নম্বর সিরিয়ালে থেকেও পে-অর্ডার নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন ভৈরব থেকে আসা জিদনী তানহা। তিনি বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৭ ডিসেম্বর আসতে বলেছিল। ১২টার পর তিনি ভৈরব থেকে এসে পৌঁছান। এসে দেখেন, মেধাতালিকা অনুযায়ী কিছুই হচ্ছে না।

স্বাক্ষর